



বীর শহীদ

মীর মাহফুজুর রহমান মুক্ত

জন্ম তারিখ:	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
শাহাদাতের তারিখ:	১৮ জুলাই, ২০২৪
বিভাগ:	ঢাকা সিটি
জেলা:	ঢাকা

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : ছাত্র,

শাহাদাতের স্থান : উত্তরা ৭ নং সেক্টর হাউজবিল্ডিং, উত্তরা, ঢাকা

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

“এই পানি

লাগবে...

পানি”

উত্তরায় গত ১৮ জুলাই গুলিবদ্ধ হয়ে মারা যান মীর মাহফুজুর রহমান মুক্ত। বাংলা একাডেমি ‘আধুনিক বাংলা অভিধান বলছে মুক্ত একটি বিশেষণ যার মানে মোহগ্রস্ত, বশীভূত মন্ত্রমুগ্ধ, বিহ্বল, বিভোর গুণমুগ্ধ, মূঢ়। জানি না মুক্তর মা-বাবা বা আত্মীয়স্বজন যারা এমন নামকরণ করেছিলেন, তারা কি আসলেই জানতেন একদিন এই ছেলে বড় হয়ে পুরো দেশের মানুষের পাশাপাশি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিদের একই সূতোয় বাঁধবে। সবাইকে তার গুণে মুগ্ধ করবে। আমরা সবাই তার আচরণ ও কাজকর্ম মোহাবিষ্ট হয়ে দেখব। মুক্ত আমাদের সামনে থেকে সরে গেলেও আমরা বিভোর হয়ে থাকব তার স্মৃতিচারণায়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে ছেলেসন্তানের নাম বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়। আমরা নিশ্চিত, এখনকার প্রজন্মের একটা বিশাল অংশের ছেলেসন্তানের নাম রাখা হবে মুক্ত। ভবিষ্যতে কেউ যদি আমাকে তার সন্তানের নামকরণ করতে বলে, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে আমি তার নাম দেব মুক্ত। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ বহুল প্রচলিত—বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়। আমাদের মুক্ত নামে এবং ফলে দুভাবেই নিজেকে পরিচিতি দিয়ে গেছে। এখন আমরা মুক্ত নাম শুনলেই বুঝতে পারি কার কথা বলা হচ্ছে।

আশুরা ইসলামে একটি স্মরণীয় দিন। এদিন কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। ‘কারবালা’ ফোঁরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রান্তর। কারবালার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম বিয়োগান্ত ঘটনা। কুফার সুপ্রাচীন নদী ফোঁরাতের কূলে কারবালার প্রান্তরে যখন হোসাইন (রা.)-এর কাফেলা অবস্থান করছিল, তখন তাদের পানির একমাত্র উৎস ছিল নদীটি। এই নদী থেকে পানি সংগ্রহ করতে গেলে দুশ্চিন্তাপূর্ণ শিশু আলী আসগর এক ফোঁটা পানির জন্য সিমারের বাহিনীর তীরের আঘাতে শহীদ হন। সেদিন ফোঁরাতকূলে যে ‘পানি পানি’ বলে মাতাম উঠেছিল, তা অবর্ণনীয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের একটা পর্যায়ে ছাত্ররা ১৭ জুলাই রাতে ১৮ জুলাইয়ের জন্য ‘কমপ্লিট শাউডাউন’ কর্মসূচির ঘোষণা করে। তখন ঢাকা শহরের পাশাপাশি পুরো দেশ যেন কারবালার প্রান্তরে রূপ নেয়। এদিন নিরস্ত্র ছাত্রদেরকে প্রতিহত করতে সরকারি পেট্রোয়া বাহিনী এবং পুলিশের পাশাপাশি মাঠে নামানো হয় বিজিবি। তখন সারা দেশ রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিপরীতে ছাত্রদের একমাত্র সম্বল ছিল নিজেদের প্রাণ। তাই তারা বুক বুক বেঁধে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। তখন মুক্ত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আন্দোলনকারীদের জন্য নিয়ে আসে পানি। মুক্ত পানির কেস হাতে চিৎকার করছে আর বলছে, পানি লাগবে পানি। কাঁদানে গ্যাসের কারণে তাঁর চোখ খুলে রাখতে সমস্যা হচ্ছে।

গোঞ্জর হাতা দিয়ে চোখ মুছে সেটাকে খোলা রাখার আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের একটা ভিডিও। এতে মুক্তকে দেখা যায়। আরও জানা যায়, এই ভিডিও ধারণার পনেরো মিনিট পর তিনি গুলিবদ্ধ হন। কিছু সময় পর তিনি মারা যান। এই ভিডিও দেখে কাঁদেন এমন মানুষ বিরল। মুক্তের ভিডিওটি দেখার মতো। কী উদ্যম নিয়ে ছেলেটা চিৎকার করে যাচ্ছে। মুক্তের অভিব্যক্তিতে কী দৃঢ়তা। পরনের টিشرتটা পানিতে ভিজ গিয়েছে। পায়ে বাসায় ব্যবহৃত স্যান্ডেল প্রমাণ দিচ্ছে মুক্ত কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই রাস্তায় তার ভাইবোনদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল নিজের অন্তরের তাগিদে।

মুক্ত শহীদ হওয়ার পর ১৩ আগস্ট সিএনএন একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম, ‘বিক্ষোভকারীদের হাতে পানির বোতল তুলে দিছিলেন এই ছাত্র, কয়েক মিনিট পরই তিনি মারা যান’। সেখানে বলা হয়েছে, মুক্তর পুরো নাম মীর মাহফুজুর রহমান। তাঁর যমজ ভাই সিন্ধু—মীর মাহবুবুর রহমান। রাজধানী ঢাকায় দুপুরের উত্তাপে বিশ্রাম নেওয়ার সময় একটি বুলেট তাঁর কপালে বিন্ধ হয়েছিল। বন্ধু ও বিক্ষোভকারীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। শহীদ মুক্তের ভাই সিন্ধু জানান, ‘আমি শুধু তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, আর আমি কেঁদেছিলাম।’

মুক্ত গণিতে স্নাতক ছিলেন। এরপর ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর (এমবিএ) শ্রেণিতে পড়ছিলেন, আর তাঁর যমজ সিন্ধু আইনে স্নাতক। এই দুই যমজ ইতিহাসে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। মোটরবাইকে ইউরোপ ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা ছিল তাঁদের। ভ্রমণের জন্য টাকা জমাতেন তাঁরা। দুই ভাই অনলাইন ফ্রিল্যান্সার হাব ফাইবারে সোশ্যাল মিডিয়া বিপণনের কাজ করতেন।

শিক্ষক বলেন, ‘সে শুধু আমার ভাই ছিল না, আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল। আমার শরীরের একটি অঙ্গ ছিল। আমরা একসঙ্গে সবকিছু করতাম।’ তাঁদের বড় ভাই দীপ্ত, যাঁর পুরো নাম মীর মাহমুদুর রহমান। দুই ভাই মুন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্রটি রেখে দিয়েছেন। গুলিবদ্ধ হওয়ার সময় এটি তাঁর গলায় ছিল। মুন্সের বিচ্ছুরিত রক্ত সেই অন্ধকার সময়ে দিনের প্রতীক হিসেবে পরিচয়পত্রটিতে শুকিয়ে গিয়েছিল। পরিচয়পত্রের ফিটাটি তাঁর ভাইয়েরা রেখে দিয়েছেন। এখন, প্রতিবাদ আন্দোলনে মুন্স যে প্রভাব ফেলেছেন, তার থেকে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করছেন দুই ভাই দীপ্ত ও শিক্ষক। শিক্ষক বলেন, ‘তার (মুন্স) কারণে মানুষ প্রতিবাদ করার শক্তি পেয়েছে। সে সব সময় বলত, “আমি আমার মা-বাবাকে একদিন গর্বিত করব।”

এরপর আমরা আমাদের কথায়, কাজে, পড়ায়, লেখায় যতবারই মুন্স শব্দটা ব্যবহার করব, ততবারই আমাদের সামনে ভেসে উঠবে মুন্সের মুখটা। আমরা ততবারই মুন্স হব মুন্সের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে। আরও কত তাজা প্রাণ যে অকালে শহীদ হয়েছে, তাদের সবার পরিচয় জানা যায়নি। আসলে যারা শহীদ হন, তারা তো নিজেদের জীবন পরের তরে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যই মৃত্যুর সামনে বুক পেতে দেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হলো বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং এটি কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। ২০২৪ সালের ১ জুলাই সংগঠনটি সৃষ্টি হয় এবং সৃষ্টির পরপরই আন্দোলন সফল করার জন্য ৮ জুলাই সংগঠনটি ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি ঘোষণা করে যার মধ্যে ২৩ জন সমন্বয়ক ও ৪২ জন সহ-সমন্বয়ক ছিলেন। ক্রমান্বয়ে আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার পর ৩ আগস্ট সংগঠনটি দেশে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৫৮ সদস্যের সমন্বয়ক দল

গঠন করে যার মধ্যে ১৪৯ জনে সমন্বয়ক ও ১০৯ জন সহ-সমন্বয়ক ছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাধিক সমন্বয়ককে এই সংগঠনের নেতৃত্বে দেখা গেছে। যাদের হাত ধরে চলমান আন্দোলন ক্ষোভে ফেটে ওঠে। ২০২৪ এর জুন মাসে বাংলাদেশ হাইকোর্ট বাতিলকৃত কোটা পুনরায় বহাল করে। যার ফলে পুনরায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীন ভূখন্ডের প্রতিটি গ্রাম, থানা, জেলা ও এমনকি বিভাগীয় পর্যায়েও।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকার শাহবাগে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের স্লোগান ছিল ‘কোটা না মেধা? মেধা! মেধা! ভেঙ্গে ফেল কোটার ঐ শিকল’ -এই ধরনের বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হতে থাকে পুরো ঢাকা শহর। শুরুতে আন্দোলন সভা সমাবেশের মধ্যে স্থির থাকলেও ১৪ জুলাই ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা তার এক বক্তব্যে কোটা আন্দোলনকারীদের কটাক্ষ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে রাজাকারের নাতি-পুত্রি অভিহিত করেন। স্বৈরশাসক হাসিনার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রজনতা ব্যঙ্গ করে তুমি কে? রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার এবং চাইতে গেলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার- স্লোগান দেয়।

এর পরেরদিন ১৫ জুলাই আওয়ামীলীগ ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা, মন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ নষ্ট করার অভিযোগ আনেন। একই দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের উপর রড, লাঠি, হকি স্টিক, রামদা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয়। একই সাথে পুলিশও লাঠি, রাবার বুলেট দিয়ে হামলা করে। প্রতিবাদে নিরীহ নিরস্ত্র আন্দোলনকারীরাও তাদের দিকে ইটের টুকরা ছুঁড়ে ও উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে।

এসব হামলায় ১৬ জুলাই থেকে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন স্ফূর্তিগ্ণের মত পুরো দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ জুলাই পর্যন্ত সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও মানুষ থেকে আওয়ামীলীগের অনান্য তাবেন্দার সংগঠন, সশস্ত্র ঘাতক বিজিবি, র‌‌‌য়াব, পুলিশ দিয়ে এবং ইন্টারনেট বন্ধ করেও আন্দোলন থামাতে কার্যত ব্যর্থ হলে স্বৈরাচারী সরকার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করে এবং মাঠে নামায় সেনাবাহিনী।

এইসব ঘটনায় প্রায় ২১ হাজার শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারী আহত হওয়ার পাশাপাশি ৬৭৩ জনের অধিক নিহত হন এবং পুলিশ ৫০০ মামলা দায়ের করে ১১,০০০-এর অধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে ২১ জুলাই বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল করে ও সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে।

২২ জুলাই এই বিষয়ে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে।

শহীদ পরিচিত ও নিকট আত্মীয় এবং বন্ধুদের অনুভূতি

মৃত্যুর ১৫ মিনিট আগেও ছাত্রদের ডেকে ডেকে পানি দিচ্ছিলেন মুন্স।

গত ১৮ জুলাই রাজধানীর উত্তরায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান মুন্স। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। ভালো খেলোয়াড়, গায়ক, সংগঠক হিসেবে গত চার বছর ধরে মুন্স তা ছড়িয়েছেন ক্যাম্পাসে। গণিতে স্নাতক শেষ করে গত মার্চে ঢাকায় যান। এমবিএতে ভর্তি হন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে। মৃত্যুর মাত্র ১৫ মিনিট আগে ধারণ করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সড়কে ছোট্ট ছোট্ট করছেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে হাতে পানি ভর্তি বাস ও বিস্কুট নিয়ে ছুটছেন মুন্স। ছাত্রদের ডেকে ডেকে বলছেন, ‘পানি লাগবে কারও, পানি?’ ভিডিওতে দেখা গেল, অনেকেই তার কাছ থেকে পানি পান করছেন। কাঁদানে গ্যাসের বাঁজাল ধোঁয়ায় বেশ কয়েকবার চোখ মুছতে দেখা গেল মুন্সকে।

ঐদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মুন্সের সঙ্গে থাকা এক বন্ধু বলেন, ‘‘কারও বিপদ দেখলে সব সময় ছুটে যেতেন মুন্স। উত্তরায় ছাত্রদের ওপর হামলা হচ্ছে শুনে অন্য বন্ধুদের নিয়ে ছুটে যান তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। ঐদিন অনেককেই হাসপাতালে নিয়ে গেছি আমি ও মুন্স। বিকাল ৬ টার দিকে ছাত্রদের মাঝে পানি ও বিস্কুট দিয়ে সড়ক ভিভাইডারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ রাজউক কর্মশিল্পালের সামনে থেকে পুলিশ গুলি করতে করতে এগিয়ে এলে সবার সঙ্গে আমরাও দৌড় দিই। হঠাৎ দেখি গুলি লাগায় সড়কে পড়ে গেছে মুন্স। তার কপালে গুলি লেগে ডান কানের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’’

মুন্সের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। জন্ম ১৯৯৮ সালে উত্তরায়। দাফন হয়েছে এখানেই। উত্তরার ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি স্কুলে প্রাথমিক এবং উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। ২০১৯ সালে ভর্তি হন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ফুটবল খেলোয়াড়, গায়ক, গিটারিস্ট ও সংগঠক হিসেবে সুনাম ছিল তার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান শিক্ষা সমাপনী-২০২৩-এর কনভেনশন ছিলেন। ছিলেন স্কাউট গ্রুপের ইউনিট লিডার। ছোটবেলা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব মুন্স।

তিনি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কাউট গ্রুপের একজন রোভার স্কাউট এবং ইউনিট লিডার ছিলেন। ২০১৯ সালে বনানী অগ্নিকাণ্ডের সময় উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণ ও সাহসী ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে ‘ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেন ‘ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছিলেন।

তিন ভাইয়ের মধ্যে মীর মাহবুবুর রহমান শিক্ষক ও মুন্স ছিলেন যমজ। বড় ভাই মীর মাহমুদুর রহমান দীপ্ত বলেন, পরিবারের সবার আদরের ছিল মুন্স। ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত সে। এমবিএর পাশাপাশি দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য ওউথএবং করত। কিন্তু সব কিছু এভাবে শেষ হয়ে যাবে, কে জানতো!

তিনি আরও বলেন, আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে মায়ের সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতো মুন্স। সবসময় মাকে দেখে শুনে রাখতো। ফ্রিল্যান্সিং করে নিজের খরচ চালাত। মা এখনও

হলে, ক্যাম্পাসে অমানবিক নির্ধাতনে সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে হত্যা করে আবার সেই লাশের উপরই নৃত্য করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠতেও কোনরকম দ্বিধা করে না তারা।

শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুন্স ছিলেন একজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তিনি একজন মুক্তপেশাজীবী বা ফ্রিল্যান্সার হিসেবেও কাজ করতেন। আন্দোলনের সময় খাবার পানি এবং বিস্কুট বিতরণ করতে গিয়ে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। মুন্সের মৃত্যু গোটা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। "ভাই পানি লাগবে কারও, পানি" মুন্সের এ কথাটি এখনো সারা বাংলাদেশকে কাঁদায়।

তিনি ১৮ জুলাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন। তার অবস্থান ছিল উত্তরা আজমপুর রাজউক কমার্শিয়াল মার্কেটের পাশে। হাতে ছিল পানি ও বিস্কুট। বন্ধু জাকিরুল জানায়, মুন্স সবাইকে পানি খাওয়াচ্ছিল। আমাদের কাছে কোন অস্ত্র ছিলোনা। ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিল। কিন্তু পুলিশের টিয়ারশেল ও গুলি অব্যাহত ছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে মুন্সের কপালে গুলি লাগে। গুলিটি ডানপাশের কান দিয়ে বের হয়ে যায়। মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে যখন লুটিয়ে পড়ছিলেন তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। মুন্সের রক্তে যখন রাস্তা ভেসে যাচ্ছিল, তখন আমরা বহু সংগ্রাম করেও সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে নিতে পারিনি। অসংখ্য পুলিশ অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছিলো। কিছুক্ষণ পর রিকশায় করে মুন্সকে নিকটস্থ ক্রিসেন্ট হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তার মৃত্যুর খবর যখন পাওয়া যায় ঐ মুহূর্তে তার পরিবার কবরবাজারে অবস্থান করছিলেন। পরদিন জানাজা শেষে তার লাশ ব্রান্সনবাড়িয়া নিজ জেলায় দাফন করা হয়।

প্রস্তাবনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ডিসিপ্লিনের বিভাগ ১৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মীর মাহফুজুর রহমান মুন্সের স্মরণে উত্থাপিত প্রস্তাবনা সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে পূরণের জন্য জোর দাবি রইল।

১৮ জুলাই শহীদ মীর মুন্স দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও যথাযথ মর্যাদায় পালন করা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে রাষ্ট্রের কাছে শহীদ মীর মুন্স হত্যার বিচার চেয়ে আবেদন এবং ঐ আন্দোলনে সব শহীদের স্মরণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে জুলাই গণহত্যা নামে একটি স্মৃতি কর্নার

* মুন্সের স্মৃতির উদ্দেশ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক আবাসিক হল, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে “মুন্স পানি সরবরাহ কর্নার” করা। পাশাপাশি দেশের প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে “পানি লাগবে পানি”—এই স্লোগান লিখে মুন্স কর্নার করার উদ্যোগ নিতে হবে।

মুন্সের এই মুক্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। ‘মুন্স-আবু সাঈদরা’ নিজেদের জীবন দিয়ে দেশকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। মুন্সদের আত্মত্যাগ দেশকে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে। এখন তাদের স্বপ্ন আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নতুন স্বাধীনতার পর যেভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, দেশ সংস্কার এবং বন্যার পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে।’

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম : মীর মাহফুজুর রহমান মুন্স

পেশা : ছাত্র

জন্ম : ০৯-০৯-১৯৯৮

জন্মস্থান : উত্তরা, ঢাকা

পেশাগত পরিচয় কর্মরত প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি)

পিতা : মীর মোস্তাফিজুর রহমান

মাতা : শাহানা চৌধুরী

ঠিকানা : ৩৫/৯ ডি, ৫ নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা

ঘটনার স্থান : বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, হাউজ বিল্ডিং

আক্রমণকারী : স্বৈরাচারী যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী

আহত হওয়ার সময়কাল : , ১৮ জুলাই ২০২৪

মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান : ১৮ জুলাই ২০২৪,

বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাউজবিল্ডিং, উত্তরা, ঢাকা

শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : কামার পাড়া, ঢাকা

শহীদের শেষ বার্তা / অবিস্মরণীয় উক্তি

“পানি লাগবে কারো, পানি? কারো কি পানি লাগবে? পানি ভাই, পানি...”

উৎস: উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার আগ মুহূর্তে আন্দোলনকারীদের পানি বিতরণের ভাইরাল বাণী

পবিত্র কুরআনের বাণী

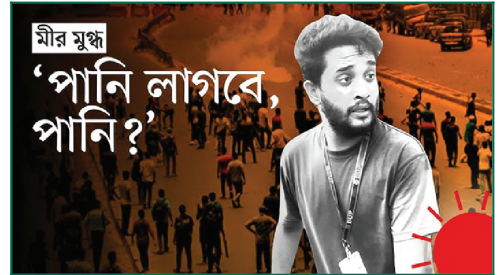
নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জাম্মাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। (সূরা তাওবা ৯:১১১)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: 1 জন

শহীদদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি



ভিডিও

<https://www.youtube.com/watch?v=BaUmISMe9B8>